102

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 01 FEB 1994
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন

সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ১৯৯২ সালের (এমএ/এমএসএস/এমকম/এমএস-সি) প্রথম পর্ব পরীক্ষার যে সুযোগ দেয়া হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য, প্রাসঙ্গিক সিলেবাসের পূর্ণপ্রদান করে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যেক বিষয়ভিত্তিক গাইড বই আকারে প্রণীত হলে তাদের অনেক [illegible] অংশগ্রহণেচ্ছুক প্রার্থীদের কাছে এটা সানন্দে গৃহীত ও সমাদৃত হতো। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী এতে কত যে উপকৃত হতো তা বলাবাহুল্য। কোন কোন বিষয়ের মূল বই, নোট কিংবা গাইড বই কোথায়ও পাওয়া যায় না। যেমন বাংলা, ইংরেজী, গণিত ইত্যাদি। ইংরেজী বইগুলো যোগাড় করা একজন পরীক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই হাজার হাজার পরীক্ষার্থী হিমশিম খাচ্ছে। যদিও বা কদাচিৎ কোন বই পাওয়া যায় তাহলে দু'একটি কবিতা কিংবা দু'একটি প্রবন্ধের জন্য অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে বই কিনতে হয়। এভাবে মোট ২০টি বই কিনতে হয়, যেগুলোর মূল্য [illegible] একজন প্রাইভেট পরিক্ষার্থীর পক্ষে এ উচ্চমূল্যের বইগুলো ক্রয় করা সহজসাধ্য নয়। অভাব-অনটনের জন্য যারা নিয়মিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারে না, তাদেরই তো প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে হয়। ইংরেজী শিক্ষাক্ষেত্রে দেশে যে বৈচিত্র্য এসেছে, তা আগের তুলনায় অনেক প্রশংসার দাবী রাখে। প্রসংঙ্গত বলা যায়, দেশে আজ ইংরেজী শিক্ষকের অভাবে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী শিক্ষার মান একেবারে নিচে নেমে এসেছে। ইংরেজী গাইড পেলে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা একটা নির্দেশনা পাবে। এতে তাদের অধিক কৃতিত্ব অর্জনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কুশলতা [illegible] ইংরেজী শিক্ষাদান ক্ষেত্রে অধিকতর জ্ঞান ও কুশলতা জাতির কাম্য। আর প্রাইভেট হিসেবে হাজার হাজার এমএ ইংরেজী ১ম পর্বের পরীক্ষার্থী, যারা কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হবেন, তাদের ইংরেজী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দান করে দিলে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ইংরেজী বিবর্তনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হবে। ইংরেজী শিক্ষার অভাবে যে সব নিষ্প্রভ ও নিষ্প্রাণ প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলো হয়ে উঠবে গৌরবে দীপ্ত এবং মহিমায় উজ্জ্বল। অতএব নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকবৃন্দের ইংরেজী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিয়ে দেশের বিদ্যাপীঠগুলোর অগণিত শিক্ষার্থীর জীবন রচনাকে প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট করে তোলার জন্য ইংরেজীতে এমএ ১ম পর্বের একটি গাইড বই চলতি [illegible] জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ কর্তৃপক্ষের কাছে রইলো আমার আকুল আবেদন।

—মুহাম্মদ মোস্তফা উদ্দীন,
শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট।